

# হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

৬ষ্ঠ পর্ব  
দিগন্ত বড়ুয়া

## ৫ম পর্বের পর...

হিসাব মিলেনা...লেখাটা চালিয়ে যাবার জন্য অজস্র মেইল পাচ্ছি। প্রতিক্রিয়া সম্বলিত মেইল ও পাচ্ছি অনেক প্রতিদিন। মেইলদাতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগের মতো গালাগাল তো আছেই, আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করছে যার উত্তরটা আমি বসুদার ভাষায় দিতে চাই। **তার আগে একটি কথা বলতে চাই, আপনারা যারা এই প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছেন তারা কি আদৌ বাংলা লিখতে পড়তে জানেন?** আমার সন্দেহ হয় যে আপনারা বাংলা পড়তে জানেন না। অথবা পড়তে জানলেও তার সঠিক অর্থ বুঝেন না। আর যদি পড়তে জানেন ও তাহলে আমার মানবতা প্রত্যাশা মূলক কথায় ও আমাদের নির্যাতন কারীদের কিছু বললে আপনাদের জ্বলে কেন? নাকি আপনারাই সেই লন্ডের গরু ভন্ডের চেলা? ধরে নিচ্ছি আপনারাই সেই অত্যাচারি ও অত্যাচারির দোসর, যাদের আমি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করছি। অ-মানবতা না দেখিয়ে মানবতা দেখান, ভালো ব্যবহার পাবেন, কথা দিলাম।

শালীনতা অশালীনতা প্রশ্নে বলছি... আমরা যারা অ-মুসলিম বাঙালী আছি তাদের কি বাংলা ভাষা শিখতে হবে কোন বেদুইন আরব দাসের কাছ থেকে? কথাটা কি খুব মন্দ বলে ফেললাম না তো? ভেবে দেখার জন্য বলা হলো। আচ্ছা কুত্তার লেজ চোঙ্গায় ভরে রাখলে কি সোজা হয় কখনো? জোশ ওয়ালারা ১৮৮৫ থেকে ১৯৩১ সালের সমসাময়িক ঘটনা সম্বলিত বাংলার ইতিহাস পড়বেন। প্রশ্নকর্তারা, এটা আপাততঃ আমার দেয়া বাড়ীর কাজ মনে করে গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন। বাংলা যদি ঠিক মতো পড়তে জানেন তো দেখবেন একদল আরব বেদুইন দাস যারা কিনা বাংলায় জন্ম নিয়ে ও সেইসময় বিভিন্ন সভা সমিতি করে বলেছিল তারা যদিও বাংলায় থাকে তবুও বিশ্বাস করতো তারা আরব ইরান তুরান পাকি হয়ে বাংলায় ঝাটা পেটা খেতে এসেছে। তাই এই বাংলা ভাষা তাদের নয়, তাদের নতুন বাংলা ভাষা বানাতে হবে। এমন কি বাংলার অক্ষর ও ভিন্ন হবে, ভাষায় প্রচুর আরবী পাকি ফার্সী শব্দ থাকবে। কোন ব্যাকরণের ধার ধারা থাকবে না। তো এতে একটা কথা আছে আমার। তাহলে এই যদি হয় জোশ ওয়ালাদের পূর্ব মানুষের চিন্তা ভাবনা, তাহলে তারা তো আমাদের ভাষাটাও ব্যবহার করছে এখনও। এই যদি হয় তবে আমার ভাষায় আমাকে যদি কোন ভিনভাষী আমার শালীনতার কথা জিজ্ঞাসা করে তা কি মানায়? ভেবে দেখার জন্য বলছি। জানি কুত্তার লেজ চোঙ্গায় ভরলে সোজা হবার নয়, তাই অন্ধকে আলো দেখালেও কি আর আঁধার দেখালেও কি। সবই সমান। জ্ঞান সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্য করে অথবা কয়লা ওয়ালো বড়লোক হলেও তার বন্ধুত্বে কালিমা বাড়ায়। ফুল ওয়ালারা গরীব হলেও তাদের বন্ধুত্ব কাম্য হওয়া চাই, কারন তাদের সুগন্ধি অমূল্য। বাংলায় অক্ষর জ্ঞান হীন মেইল দাতাদের বলছি, বাংলা পড়তে পারে এমন কোন লোকের সাহায্য নিয়ে পারলে মাত্র গত ২৫ থেকে ৬৫ বছরের বাংলার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে বিশদ ভাবে জানবেন, আর না পারলে শুধু মাত্র খালেদার গত ২ বছরের শাসনামলের দৈনিক কাগজ গুলো দেখবার জন্য বলছি, **যেখানে এমন কোন সপ্তাহ নাই এমন কোন মাস নাই যে সপ্তাহে / মাসে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় নাই।** শত শত খবর গুলো পড়ে তারপর আমাকে মেইল করলে ভালো হতো না?

বিপদ কালিন সময়ে মানুষ জীবন বাচানোর চেষ্টা করে। কেউ জীবন বাচানোর দৌড় দেয়, কেউ লুকোয়, কেউ মিথ্যা বলে নিজেকে বাচায়। জিয়াউদ্দিনের ছিল মৌলবাদের ঝান্ডা হাতে এছালামী জোশের দৌড়। কান্ডজ্ঞান হীন মিথ্যার দৌড়। এমন এক জোশ মার্কা উদ্ভট ৩০% সুবিধা কোটা আমাকে দেখালেন, এতে শুধু আমি না, যারা পড়েছেন তার লেখা, তারা সবাই বেশী না হোক কম হলেও একটু হেসেছে। আর একজনকে দেখলাম কি একটা ওয়েব কাগজের মালিক। কি জানি মাথা মুড়ু লিখতে গিয়ে কনফুসিয়ানিজমকে পুরোপুরি আলাদা করে ফেলেছে জ্ঞানের বহর দিয়ে। আমি সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলাম, জানতে চাইলে লিখুন আমি তা আলোচনা করবো। তো কথা কি জানেন, হাতের কাছে একটা ক্রেডিট কার্ড থাকলে ঘরে বসে একটা ওয়েব সাইট বানানো যায়। একটা লেখা লিখতে কিন্তু অধিক কিছু জানতে হয়। এই ভাবে কেউ ৩০% কোটা বানাবেন, আবার কেউ কনফুসিয়ানিজম বানাবেন তাতে আপনাদের জ্ঞানের বহর দেখে মানুষ হাসে না কাঁদে আমি জানি না, তবে আমি খুব হাসি। আপনারা এছালামী জোশ দেখাতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আপনারা জোশই দেখান। সবাই সব কিছু জানেনা। শিখে নিতে হয়। আগে শিখুন তারপর লিখুন। মিথ্যা বানোয়াটগিরি করতে আসবেন না। তাতে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হয়। আর একদল জ্ঞানী পাঠক এই জাতীয় লেখককে মুর্থ বলতে ভুল করে না। এই সমস্ত ভুল মিথ্যা গাঁজাখোরী লিখে সম্পাদক পরিচয় না দিয়ে ওয়েব সাইটের মালিক বললে মানুষ হয়তো কিছু মনে করবে না। কারণ টাকা থাকলে যে কেউ কোন কিছুর মালিক হতে পারে, কিন্তু টাকা থাকলে কোন কাগজের সম্পাদক হওয়া তেমন সহজ কাজ নয় বলে আমার ধারণা। জোশের নেশায় এছালামী সৈনিক ঝান্ডা হাতে দৌড়াক আর খালি হাতে, কিন্তু সত্যকে মাথা পেতে মেনে নেবার মতো কোন সং সাহস কখনো রাখতে পারেনি, কখনো পারবে না।

বাংলাদেশে প্রতিদিন যে ভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে তার মতো হাজারো ঘটনা থেকে আমি মাত্র কয়টি ঘটনার কথা বলছি। এই বছরের প্রথম মাসে বা গত বছরের শেষ মাসে কোন একদিনের দৈনিক অন লাইন কাগজে দেখেছিলাম, পুরানো ঢাকার কালী মন্দিরে ঢুকে কালী মূর্তি ভেঙ্গে দিল এক এছালামী জোশ ওয়ালা। ঘটনার পরে এলাকার লোকজন জোশ ওয়ালাকে ধরে পুলিশে দেয়। পুলিশ জিজ্ঞাসা করে কেন সে কালী মূর্তি ভাঙলো? উত্তরে বলেছিল বাংলাদেশে কোন মূর্তি থাকতে পারবে না, এবার থেকে সে ও তার সহ যোদ্ধারা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের উপাসনা স্থলে গিয়ে সব গুলো ভেঙ্গে ফেলবে। তার পরের দিনের খবর একই অন লাইন কাগজে, সে নাকি মানসিক ভারসাম্য হীন। তাই তাকে ছেড়ে দেয়।

এই ঘটনা সুত্র গত বছরের শেষ দিকের কোন এক অনলাইন কাগজ। চট্টগ্রামের কোন এক বৌদ্ধ মন্দিরে রাতের আঁধারে প্রবেশ করে বুদ্ধ মূর্তি ভাঙে, মন্দিরে বুদ্ধকে দান করা কিছু স্বর্ণ, দানের নগদ টাকা পয়সা চুরি করে। মন্দিরের আবাসিক বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে শারীরিক অত্যাচার করে। এলাকার চ্যায়ারম্যানকে বললে সে বলে আমি কি করবো? তোমরা থানায় যাও। থানায় বলে আমরা দেখবো। কাগজে এতটুকু দেখার পরে ব্যক্তিগত উদ্দোগে যোগাযোগ করি। এখনো কোন প্রতিকার কেউ পায়নাই।

এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকের আর একটি ঘটনা। একই অন লাইন কাগজে ছাপানো হয়েছিল। বাংলাদেশের কোন এক জেলায় এক মাদ্রাসা শিক্ষক কোন এক মন্দিরে ঢুকে আটটি দেব দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে দেয়। এলাকার লোকজন তাকে ধরে পুলিশে দেয়। থানায় বসে থাকার সময় সেই এলাকার উপজেলা প্রধান থানায় গিয়ে বলে যে, এই লোক মানসিক ভারসাম্যহীন। তখন তাকে ছেড়ে দেয়। তো বাংলাদেশে মানসিক ভারসাম্যহীন শিক্ষক মাদ্রাসায় শিক্ষা দেয়। এবং সেই সময়কার সমসাময়িক ঘটনা গুলোতে যাকেই ধরতো না কেন এই রূপ সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাজে, তাকেই

মানসিক ভারসাম্যহীন বলে চালিয়ে দিতো। আর জোশ ওয়ালা সরকারী চাকর তাদের লালন পালন করে। কি মজার কাণ্ড ! অথবা চট্টগ্রামের প্রবাদ ধার করে বললে বলতে হয় “ জাতে জাত টানে , কাঁকড়ায় গাত টানে”। এক জোশ ওয়ালা আর এক জোশ ওয়ালাকে টানে । আমার কথা সেটা নয় । এখানে আমার প্রশ্ন আছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯% কি ১০% সংখ্যালঘু। বাকী থাকে ৯১% বা ৯০%। এই বিশাল হারে ২০% যদি সত্যিকার মুসলিম বাদ দেই তাহলে বাকী থাকে ৭০% জোশ ওয়ালা এছালামীর দল। এই বিশাল সংখ্যায় শতকরা কত জন মানসিক ভারসাম্যহীন বা আধা পাগল আছে ? অথবা জোশ ওয়ালারা কি আধা পাগল ? তা না হলে একজন শিক্ষক আধা পাগল জেনেও একজন উপজেলা কর্তা তাকে কাজে বহাল রাখলো কি করে ? গতবছরের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে চট্টগ্রামের কোন এক অঞ্চলের এক বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন লাগানো হয় এছালামী জোশ ওয়ালা দল দ্বারা। বিহারের ভিক্ষুদেরকে মারাত্মক শারীরিক নির্যাতন করা হয়। বিহারের দানের টাকা পয়সা, ও বিভিন্ন জিনিষ পত্রাদি লুণ্ঠ করে। জোশ ওয়ালারা যদি বাংলা পড়তে জানতো তবে আমার লিখে জানাতে হতো না।

এরশাদ তার মৃত পিতা জিয়ার পথ অনুশরন করে একই রকম আচরন করে পার্বত্য ও সংখ্যালঘুদের উপর। এই যোশ ওয়ালা দলের সময়ে পার্বত্য রাজ্যমাটির কাপ্তাইয়ের কাছের কোন এক এলাকায় এক বৌদ্ধমন্দিরে রাতের আঁধারে জোশ ওয়ালা ও আর্মি মিলে হামলা চালিয়ে ভিক্ষুদের শারীরিক লাঞ্ছনা করে, বুদ্ধ মুক্তি ভেঙ্গে দেয়। মন্দিরের টাকা পয়সা চুরি করে । যোশ ওয়ালারা চলে যাবার সময় বলে যায় এই যায়গায় মন্দির রাখা চলবে না। তাই তাদের ভয়ে মন্দির অন্য যায়গায় স্থানান্তর করে নিয়ে যায়।

কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের কোন এক সিমানায় অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালায় জোশ ওয়ালারা । ভিক্ষুকে বিহার থেকে তুলে নিয়ে যায়। মারাত্মক শারীরিক নির্যাতন করে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেয়। ভিক্ষুকে ধরে নিয়ে যাবার সময় মন্দিরের বুদ্ধ মুক্তিটা আধ ভাঙ্গা করে দিয়ে যায়। তো এই মন্দিরে আর থাকলো কি ?

এতো গেল সাময়িক ঘটনা। এই কয় বছরে যে হারে সংখ্যালঘুদের উপর ও তাদের ধর্মশালার উপর আঘাত হানে জোশ ওয়ালা বন্য যন্তুরা তাতে শুধু নিয়মিত বাংলাদেশের দৈনিকী গুলো দেখলে পেতে পারতো। তবে শুধু এখন নয় বা সমসাময়িক কালে নয়, আজ থেকে ২২ বছর আগেরও এক ঘটনা বলছি । সেই সময় পার্বত্য এলাকার হরিনার উপরে কোন এক গহীন বনে এক বৌদ্ধ বিহারকে দখল করে জোশ ওয়ালাদের বাচ্ছা জোশ ওয়ালাদের বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিল জোশ ওয়ালা বাংলা আর্মির দল। এছাড়াও গত আট মাসের কাগজ গুলো দেখলে বাংলাদেশে অনেক অনেক সংখ্যালঘু উপাসনালয়, গির্জায় হামলার খবর পাওয়া যাবে। গ্যাং স্টার এছালামী জোশ ওয়ালাদেরকে বলা হচ্ছে সে গুলো দেখার জন্য। এভাবে আমি লিখতে থাকলে গত ২৫ বছরের বিভিন্ন মন্দির সংক্রান্ত ঘটনাবলী, তা এক বড় আকারের বই হবে। তাই আমি একনাগারে তথ্য গুলো দেই নাই। কিছু সাময়িক কিছু পুরানো মিলিয়ে দিয়েছি। কারো বিষম জানার প্রয়োজন হলে আমি লিখবো।

পুনঃশচ আমি আবারো বলছি জোশ ওয়ালা এছালামী জঙ্গিবাদীদের , বাংলা পড়তে পারলে নিয়মিত বাংলা কাগজ পড়লে সব পাওয়া যাবে। এখানে পুরনো দিনের কাগজ গুলোও পড়ার জন্য বলা হলো। যাই হোক, আমি হাজার প্রশ্ন করলেও, জানি উত্তর কারো বাপের পক্ষেও দেয়া সম্ভব নয় । তখন আমাকে উদ্ভট প্রশ্ন লিখে পাঠানো হবে আমি যেন এই মাত্র পরিষ্কার বসবো । অথবা চোরের মতো মুখ লুকাতে আমাকে নানা গালাগাল দেয়া হবে, বা উদ্ভট লেখালেখি হবে, তাও আবার মুখের মতো, প্রশ্নকরা, ভুল, মিথ্যা, না জানার ভান করায় ভরা।

কোন ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয়ে গিয়ে তার পূজ্য মূর্তি ভাঙ্গা আর মন্দির ভাঙ্গা কি এক নয় ? যে কোন যায়গায় তো একটা বাড়ী করা যায় , থাকে। পূজ্য মূর্তিটা না থাকলে সেটাতো একটা ঘরে পরিনত হলো। মানুষকে না হয় এই কথা বুঝানো যাবে, কিন্তু কোন মনুষ্যরূপী যত্নকে কখনোই বুঝানো যায় না, কারণ সে মনুষ্যরূপী যত্ন। আজকের এই দিনে কিছু অক্ষর জ্ঞান সম্পর্ন এছালামী জঙ্গীরাই বা গ্যাং ষ্টার বাংলার নিরীহ অশিক্ষিত মানুষের নেতা, এই তেনারা কিছু শিক্ষিত সমাজে এসে নিজেদের খেই খুজে পায় না। তখন হয়তো উদ্ভট গিরী শুরু করেদেয়, নয়তো মনগড়া এছালামী কেছা শুরু করেদেয়। খেয়াল করে দেখলে পাওয়া যাবে এই রকম অনেককে।

আমার ঠাকুরমা একটা কথা বলতেন সবসময়, জ্ঞানীরে আকল দিলে নিজের আকল বাড়ে, অ-জ্ঞানীরে আকল দিলে নিজের আকল হারে। আমি এখানে জ্ঞান দিতে আসিনি। নিজের মতো করে বলছি, যে মানুষের দল অন্য মানুষের কষ্ট সৃষ্টি করে, মানবতা , মানুষের নৈতিক অধিকার হরনকে ন্যায্য বলে মনে করতে পারে, সে মানুষ এর কাছ থেকে জ্ঞানের তো আশা করা দুর্কহ, অপরদিকে সত্য মিথ্যা কি তা বুঝানোও অনেক কঠিন। এর নাম জোশ ওয়ালা । এর নাম জঘন্য মানবতা বিরোধী এছালামী গ্যাং ষ্টার।

আমি আমার সমস্যার কথা বলতে এসেছি । আর আমার সমস্যার প্রতিকারের কোন সমূহ আলোচনা ছাড়া পেয়েছি বিরোধিতা, কারণ আমি জোশ ওয়ালাদের কটু কথা বলেছি । কেন বলেছি ? জোশ ওয়ালাদের সেই মাথা নাই। সেই জ্ঞানের লেশ মাত্র ও দেখিনি । কারণ জনার দরকার নাই। হিদেশ বিদেশ ঘুরেও জোশ ওয়ালারা কোনদিন মানুষের কাতারে আসতে পারবে না তার প্রমান পরতে পরতে দিয়ে যাচ্ছে। এতে তাদের আমি দোষ দিতেও পারছি না । কারণ শিক্ষা মানুষ কে মানতাবাদী বানায়। শিশুরা নিচের শ্রেণী থেকে পড়ে পড়ে উপরের শ্রেণীতে যায়। মানব সমাজে একদিন সত্যিকার মানুষ হয়ে আলো জ্বালে। আর জোশ ওয়ালারা বাংলায় পরবাসী দাস হয়ে হয়না বাঙালী, হয়না বেদুইন। আরো একটা কথা বলি গোসসা করবেন না। আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনারা জোশ ওয়ালারা ঠিক মতো বাংলা বুঝেন না। আমি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর কথা বলতে এলে আপনারা আমাকে ভারত, প্যাঁলেষ্টাইনের কথা বলেন। আমি আমার লেখায় বলেছিলাম উদাহরন হিসেবে আমি বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু উদাহরন নেবো। আর আমি বলতে এসেছি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কথা। এতে আমি যদি খিচুড়ি বানাই বিভিন্ন দেশ মিশিয়ে তাতে আমার কথা আমি কখন বলবো ? এবার বুঝেছেন ? জোশ ওয়ালাদের দল সব দেশকে গুলিয়ে এক করে ফেললে কেমন হবে ?

মাত্র গত ৩০/৮/০৩ এ একটি দৈনিক অনলাইন কাগজে দেখলাম জোশ ওয়ালা সর্দাররা পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন করতে আবারো পাহাড়ী উচ্ছেদের নীল নকশা অনুযায়ে কাজ শুরু করেছে । এই চিত্র আঁকা হয় ৭৯ সালের কোন এক সময়ে। এই চিত্রে জোশ ওয়ালাদের সর্দার ও বর্তমান বাংলাদেশের রাজাকার পুনর্বাসক মৃত জিয়া (এখানে আমি বি এন পি ও জামাত কে দুই ব্রাণ্ডে একটি মাত্র দল বলছি) যে দৃশ্য গুলো আঁকেন তার মধ্যে ছিল আর্মি ক্যাম্প, বাঙ্গালী ভূমিহীন , চোর ডাকাত ফেরারী পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসন , উপজাতীয় সামাজিক শাসন ব্যবস্থায় ২/৩ জন করে সেটেলার ঢুকানো সহ নানা পদের কর্ম জঞ্জ । একটু দম লইয়েন , ফেঁস করে উঠবেন না । আমি জিয়াকে একজন মুক্তিযোদ্ধা না বলে রাজাকার প্রধান কেন বললাম ? তা নিশ্চয় জানতে চাইবেন। তাই না ? মুক্তিযুদ্ধ কালীন সমসাময়িক ইতিহাস রচনাকারীদের বেশ কয়েকটি বইতে দেখেছি যে জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেকটা নিরব ছিলেন, একদল প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিয় শ্রেণী লিখেছিলেন, জিয়া পাকিস্তানের সামরিক গুপ্তচর ছিল। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ানোর জন্য রফিকুল ইসলাম নামক এক মুক্তিযোদ্ধা ২৭শে মার্চ অনেক অনুরোধ করে নিয়ে যায় কালুরঘাট বেতারে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জিয়ার তো দায়িত্ব ছিল নিজে গিয়ে ঘোষণা করার। তাকে অনুরোধ করে নিয়ে যেতে হলো কেন ? প্রশ্নটা কি বেশী অমূলক ? আবার কিছু কিছু বইতে দেখেছি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জিয়া গোপনে জেড ফোর্স নামের

কোন এক সৈন্য বাহীনি গঠন করে। যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশতের উপরে। তো আমার কথা এখানে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধার বিরাট বহর থাকতে জেড ফোর্সেরা কি কর্ম জজ্ঞ ঘটাতে চেয়েছিলেন ? আমার কাছে এটা বড় একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। মুজিবকে হত্যাকরার পর পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাবার পর তার সেই জেড ফোর্স বা গুপ্তচর বৃত্তির নমুনা যে কতটুকু সত্য তা পশ্চিমী এক ইতিহাস বিদের লেখায় ধরা পরেছিল পরিষ্কার। যাক , আমি কি বলতে এসে কি বলেফেলছি আমি নিজেও জানিনা। বলছিলাম পার্বত্য এলাকায় বনায়ন করার কথা। জিয়ার সেই পার্বত্য মানুষ নির্যাতনের ধারা বজায় রাখার জন্য তার এইট পাশ বউ দেশের সিংহাসনে বসে আরো জঘন্য কর্ম ঘটাতে শুরু করবে তা এমনিতেই বুঝা যায়। এই সামাজিক বনায়ন এর পদ্ধতি হলো, পাহাড়ীরা শত শত বছর ধরে যে জায়গা, পাহাড় ভোগ দখল করে জুম চাষ করে, বিভিন্ন ফসলাদি ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো সেই ভূমিতে তারা বনায়ন ঘটাবে। সামাজিক বনায়ন এর চুক্তিতে লেখা আছে , সেই ভূমি বন বিভাগের মালিকানায় থাকবে, কেউ সেখানে ঘর বাড়ী করে ও থাকতে পারবে না। তো দেখা যায় খুব পরিকল্পিত ভাবে জোর পূর্বক পাহাড়ী দেরকে আবারও উচ্ছেদ করছে এক অভিনব নকশা ঐক্যে। অপর দিকে রিজার্ভ ফরেস্টে কোন সামাজিক বনায়ন হবে না। অপর দিকে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে রক্ষনাবেক্ষক হিসেবে থাকবে আবার একদল সেটেলার। তারা রক্ষনাবেক্ষনের নামে সেই যায়গায় বাড়ী ঘর বানিয়ে থাকতে পারবে। তো পাহাড়ীরা এখন জুম চাষ করতে পারবে না। কেউ কেউ বাড়ী ঘর থেকে উচ্ছেদ হবে নতুন করে। তারা যাবে কোথায়, কেউ জানে না। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করে নাই। কোন পরিকল্পনাও নাই। যারা শত শত বছর ধরে জুম চাষ করে জীবন চালাতো তারা এখন খাবে কি ? এছালামীর জোশ ওয়ালার বাচ্ছারা কি বলতে পারবে আমাকে ? কোন মানুষের পাতে ভাত থেকে বঞ্চিত করা কি শান্তিবাদী এছালামীদের নিয়ম ? (অন লাইনে খবর দেখে দেশে ফোন করে কিছু তথ্য নেই, তাহাও যোগ করেছি লেখায়) তাহলে এই হলো জোশ ওয়ালার এছালাম। এই জোশের মানবতা। জোশ ওয়ালাদের কেউ কি বলবেন এটা কি এছালামী মানবতা ? নাকি এক বজ্য পয়ঃ সম এছালামী জোশ যোঁটা আর লুকানো গেল না, যন্তুত্বতা ধরা পরলো মানবতার কাছে। প্রশ্ন রইল এটা কি শান্তির ধর্ম এছালাম বলে চিৎকার করীদের অত্যাচার করার মানবতা ? নাকি প্রকৃত পক্ষে ইসলাম মানে নির্যাতন, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার একদল জুলুমবাজ ? তবে এটা বলে আমাকে বুঝাতে চাইবেন না যে এটা পলটিকাল (পলিটিক্যাল) । এই খানতে এছালামের কোন লেনাদেনা নাই। যারা মনে মনে এই কথা বলে আমাকে বুঝাতে চাইবেন তাদেরকে বলছি এছালামী পলটিক জোশ দেখানোই আপনাদের কাজ। আর তা করে ও যাচ্ছেন । এবং এই ভাবেই আপনাদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা, যাহা সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করা। এবার হয়তো বলে উঠবেন আহায়ে এছালামী জোশ দেখানোর, কুণু দিকে কওনের রাস্তা তরি রাখিলোনা কাফেইরা.....। তয় কোন নতুন কিছু বলার থাকলে জেনে খুশী হবো ।

ছুঁয়ে দেখা গল্প :

বেশ কিছু বছর আগের কথা। বাংলাদেশের কোন গন মাধ্যমে কাজ করতো এক সংখ্যালঘু। যে ঘটনা বলতে যাচ্ছি তার বছর খানেক পরে লোকটি অবসর নেয় নিজ ইচ্ছায়। তার ছোট ভাই বেসরকারী কর্মকর্তা। বড় ভাইয়ের দুই মেয়ে। ঢাকায় থাকে বহু বছর। ছোট ভাইয়ের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তারা তাদের লোকাল শহরে থাকতো। বড় ভাইয়ের কোন ছেলে নাই, তাই ছোট ভাইয়ের বড় ছেলেটা ঢাকায় নিয়ে আসে। পড়ালেখা করে জেটাতো খুরাতো ভাই বোন বড় হলো। বোনেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, ভাই জা.বি.তে ভর্তি হলো। উল্লেখ্য, তারা সব ভাই বোনেরা ভালো মেধাবী ছিল। কেউ দেশ জোড়া নামকরার মতো স্থান ও পেয়েছিল কোন পরীক্ষায়। বড় বোন যেকোন ভাবে

এক জোশ ওয়ালা পরিবারের ছেলের সাথে প্রেমে পরে গেলো। এর পর অনেক কাহীনি, অনেক ঘটনা। একটি মেয়ের জীবনের সাড়ে সাত বছরের ঘটনা যতটুকু সম্ভব ছোট করে তুলতে চেষ্টা করছি।

--গত বছরের আগের বছর কোন এক দেশে বেড়াতে গিয়ে তার সাথে দেখা। আমার ও মনে মনে ইচ্ছা ছিল তার সাথে দেখা করি। কারন আমি জানতাম সে সেই দেশে থাকে এখন। তাছাড়া দেশে থাকার সময় বন্ধু ঠিক না হলেও ভালো প্রতিবেশী ছিলাম কিছুদিন আমরা। তার অনুমতি নিয়ে তার মুখে বলা আমার ছোট্ট মেশিনটায় কথা গুলো জব্দ করেছিলাম। সেখান থেকেই পরের লাইন গুলো শুরু করি। প্রথম প্রেমে পরে জোশ ওয়ালা বলেছিল দেখো তুমি তোমার বাবা মায়ের বড় মেয়ে, তুমি যা চাইবে তাই হবে। মেয়ে বলেছিল আমরা যার যার ধর্মে থাকবো। এক সময় ঢা. বি. পড়া শেষ। কাজ করা তারপর একদিন পালিয়ে বিয়ে করা। জোশ ওয়ালা বাড়ীতে ঠিক মতো গ্রহন না করা। শর্ত জুড়ে দেয় এছালামী পতাকা তলে আসলে তখন আমরা মেনে নেবো। ব্যাস, এবার জোশ ওয়ালা বাচুর জোশ ওয়ালা বলে হ্যা আমি তো আমার পরিবার ছাড়তে পারি না। আবেগে না হয় বলেছিলাম, বাস্তব ভিন্ন। কাজ ছাড়িয়ে নেয় মেয়েটির। তারপর থেকে শুরু হয় পালা করে পেটানো। মাঝে মাঝে মাইরের জ্বালা সহ্য করতে না পারলে বাপের কাছে চলে আসতো। বাপ মা বাড়ীতে ঢুকতে দিতো না। দরজায় অনেকে বসে থাকলে জোশ ওয়ালা এসে আবার পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে যেতো। এভাবে এক শিক্ষিত অসহায় মেয়ের দিন যাচ্ছিল। একদিন জোশের পতাকা তলে নেবার জন্য দেড় হাত লম্বা এক দাঁড়িওয়ালা ধরে নিয়ে আসে। পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে জোশের পতাকা তলে নিয়ে যায়। এবার মেয়ের মা বাবার সাথে সম্পর্ক করার পালা। মা বাপ মেয়ের এমন করুন অবস্থা দেখে বাড়ি আসতে দিল। তবুও মেয়ের উপর নির্যাতন কমেনি। এবার মানসিক নির্যাতন শুরু হয়েছে। যে মেয়ে কোন দিন যে কাজ করেনি তাকে দিয়ে কি সে বিশেষ কাজ করানো সম্ভব? সেতো মনে প্রানে কোন পতাকা তলে যায়নি। একবার মেয়ের বাড়ী বেড়াতে এসে জামাই ধন উপহার নিয়ে গেলো ছোটদের কোরান শিক্ষা। উল্লেখ্য জোশ ওয়ালা ও ছিল মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারের বাচা। কিন্তু জোশ ওয়ালা শিক্ষিত হোক আর নাইবা হোক মনের আলোয় শিক্ষিত না হলে কি পাশ দিয়ে শিক্ষিত হওয়া যায়? অথবা জোশ ওয়ালা কি কখনো শিক্ষিত হয় বা হতে পারে? তার পর মেয়ের বাপ জোশ ওয়ালা ও মেয়েকে খাওয়াইয়া যাবার সময় বলে দিল তোমরা আর আসবে না। এবার জোশ ওয়ালা বাচ্ছা মস্তান লাগালো। শ্বশুরকে ঘায়েল করার জন্য। একসময় চাপ দিলো খুব সুক্ষ ভাবে। ছোট মেয়েটাকে জোশ ওয়ালা মামাতো ভাই পছন্দ করে বললো। এবার মেয়ের বাপ বুঝে গেলো, বিশেষ উপহারের আসল উদ্দেশ্য। এই সময়ের মাঝখানে মেয়েদের যে ভাই ঢাকায় থাকতো সে ইউরোপে চলে যায় পড়ালেখা করতে। জোশ ওয়ালা দিন নাই রাত নাই যখন খুশি মেয়ের বাবার বাসায় আসতো আর বিভিন্ন ভাবে মানসিক হয়রানি করতো। এক সময় মেয়েটি গর্ভবতী হয়। প্রাথমিক সময়ে মেয়ের মা বাপ একদিন মেয়েকে দেখতে চাইলো। জোশ ওয়ালা দেখা করতে দিল না। এমন সময় মানসিক ও মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতন চলতো। শেষ ঘটনার দিন সন্ধ্যায় আজান দিচ্ছে। মেয়ে এই সময় রান্নাঘরে রান্নার কাজ করছে। শাশুরী রান্নাঘরে যায় বউকে ডাকতে তার সাথে নামাজ পড়ানোর জন্য, গিয়ে দেখে বউ এর মাথায় কাপড় নাই, ব্যাস, রান্নার পাতিল দিয়ে বউয়ের মাথায় জোরে আঘাত করে, গর্ভবতী মেয়ের নাম মুখ দিয়ে রক্ত ঝড়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে কিচেনে। জ্ঞান ফিরলে দেখে তার অবস্থা কি হয়েছিল। এতসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সেই রাতের আঁধারে বাপের কাছে চলে আসে। বাপ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে কি করবে? মেয়ে বলে আমি মরে গেলেও আর ফিরে যাচ্ছি না। বাপ মা জানতো জোশ ওয়ালা করতে পারে না হেন কাজ নাই। তাই রাতের আঁধারে যুগ যুগ ধরে সাজানো সংশার তালাবন্ধ করে পালিয়ে আসে দুই মেয়ে নিয়ে। পালিয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে কিছুদিন পরে মা মেয়ে দুইটা মিলে ভারতে চলে যায়। বাপ দেশে থেকে সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ কড়ি হাতে নিয়ে একদিন ভারতে চলে যায়। এবার তাদের খুড়তো ভাই ইউরোপ থেকে এসে বিস্তারিত দেখে। একসময় ভাই বোনদের জন্য

পড়ালেখা করার ব্যবস্থা করে ইউরোপে নিয়ে যায়। ভাগ্য ভালো বড় মেয়েটির গর্ভজাত জোশ ওয়ালা সন্তান নষ্ট হয়। এখন আবারো সেই মেয়ে ভিন্ন ধর্মালম্বী (জোশ ওয়ালা না) অন্য ছেলেকে বিয়ে করে আছে। একটি ছেলে তাদের। জোশ ওয়ালা বললে খুখু ছিটায়। মেয়েটির ভাষায় জোশ ওয়ালা হলো বন্য যন্তু। তবে আমার সাথে কথা বলার সময় কথার ফাঁকে ফাঁকে বেশ ক'বার বন মানুষ ও বলেছিল। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম তার কথা আমি মানুষকে বলবো। সে বলেছিল কি ভাবে? আমি বলেছিলাম কোন এক সময় যখন সহের সীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন বলা শুরু করবো। এই লেখা সে পড়বে। তো জোশ ওয়ালা বা বন মানবেরা এই কি মানবতা ? মানুষ কে ধরে জোশ পতাকা তলে নেয়া ? এই কি যোশের মাধুর্য ? জানতে ইচ্ছা করে । পঁচা দুগন্ধযুক্ত সমাজব্যবস্থায় বাস করে যদি এছালাম শান্তি হয় তবে পৃথিবীর শান্তির সঠিক পন্থাকে কি বলা উচিত জানি না।

এতক্ষণ যার কথা বললাম তার একই দেশে থাকেন কোন এক বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম । আমি যতটুকু শুনেছি আদি শিক্ষিত পরিবারের ছেলোসেবারে উনার সাথে আমার দেখা হয়। পরিচয় হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর পরেই চলে যান। স্বৈতঙ্গীনের প্রেমে পরেন। তিনটি ছেলে উনার। ছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করে আমি কিছুক্ষনের জন্য বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। সব ছেলেদের নামের শেষে মায়ের শেষ নামটা লাগানো । অনেক গল্প করি আমরা। জানতে চাই ছেলেরা পিতার পরিচয়ে পরিচিত হলো না কেন ? উনি বলেছিলেন, ছোট বেলার সেই ভাবসম্প্রসারনের কথা, নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করিয়া তোলে। আমাকে বললেন , আমার ছেলেরা কোন কিছুতে ভালো করুক, কোন আলোচিত কিছু করুক তখন তাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার/তোমাদের এই অনুশীলনের / কৃতিত্বের সহযোগী কে, তখন তারা এক বাক্যে বলে উঠেন বাবা। উনার স্ত্রী সেই দেশের সরকারী ভাবে বড় এক কর্মকর্তা। আমি উনার স্ত্রীকে যখন বলি আপনি তো বেশ বড় কর্মকর্তা, উনি একগাল হেসে বললেন বড় কর্মকর্তা না হলে জহি (জহিরুলদা) মাইন্ড করবে যে ! তখন আমরা সবাই হাসলাম, বুঝলাম একজন মানুষের প্রেম কত প্রখর। কত দৃড়। উনি নিজেও বেশ বড় মাপের একজন কর্মকর্তা । অথচ কোন কিছুর গৌড়মীর লেশ বালাই কিছুই দেখলাম না। কথায় কথায় আরো বলেছিলেন, আমি ও আমার পরিবারের সবাই মন্দির মসজিদ গির্জা সব খানেই যাই, বেশ আনন্দ করি । এতটুকু শুনে আমার আর কিছুই বলার ছিল না উনাকে। আমার প্রবাসী আবাসে নিমন্ত্রন করি সপরিবারে। উনি বলেছিলেন আমি আপনার নিমন্ত্রন রাখলাম। কোন সময় আমি / আমরা যাবো। ধন্যবাদ সেই পরিবারকে। সেই জহিরুল দাকে। আপনি সেদিন আলোচনায় যেভাবে মানবতার কথা বলেছিলেন আজো তা আমি স্মরণ করি শ্রদ্ধার সহিত।

আচ্ছা এমন ভাবে কল্পনা করলে কেমন হয় ! বাংলাদেশে মনে করুন ৬০% সংখ্যাগুরু ও ৪০% সংখ্যালঘু। ৪০% এর লোকেরা ৬০% এর লোকদেরকে বাড়ী থেকে বেড় পর্যন্ত হতে দিচ্ছেনা। বাড়ী হতে এদের বেড় হতে হলে ৪০% দের কাছ থেকে ইস্যু করা আইডি কার্ড সাথে রাখতে হবে। কোন কারনে আইডি কার্ড সাথে নিতে ভুলে গেলে তাকে গন মানুষের সামনে শারিরিক ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। থানায়, আর্মি ক্যাম্প নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন আধ বেলা , উপোস করে রেখে তাকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে । তারপর একদিন হয়তো তাকে ছেড়ে দিচ্ছে নয়তো রাতের আঁধারে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে । যন্তুবাদ এছালামীরা , উপরের এই কয়লাইনে যা বললাম তা তাদের উপর হলে কেমন হয় ? আমি জানতে চাই ।

হ্যাঁ , এরকমই হয়েছিল উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের উপর। যখন জিয়া পার্বত্য মানুষদের উচ্ছেদের ধ্বংস যন্ত্র শুরু করে তখনও পার্বত্য এলাকায় পার্বত্য সংখ্যালঘুরা ৬০% ছিল আর ৪০% ছিল যন্তুবাদীরা। উপরোল্লিখিত এই যন্তুবাদীতার শিকার হয় একদিন আমার চোখের সামনে আমার স্বজন আমার বন্ধু। কেউ ফিরে এসেছিল আর্মি ক্যাম্প থেকে, আর কেউ আজো ফিরে আসেনি।

আমি যে সোহোর উপর ভিত্তি করে লিখছি তা এছালামী য়োশ ওয়ালাদের সহ্য হচ্ছেনা। পারছেনা উত্তর দিতে পারছেনা কিছু বলতে, কারন মানবতা বলতে তাদেরতো কিছুই অবশিষ্ট পাই নাই। তাই গালাগাল তো করছে , তার সাথে সাথে আমার মূল লেখার স্রোত যেন পাটে যায় সেই ভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে ব্যক্তিগত মেইল দ্বারা । তো তারা শুনুন । আমি চট্টগ্রামের ভাষায় মদরছে (মাদ্রাসায়) পড়ালেখা করি নাই। পৃথিবীর সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে বড় হয়েছি। লেখা ধরেছি। আমাকে লক্ষ্য চুত করা যাবে না। পারলে আমাকে উত্তর দিন যে আমি এই লেখাটা খারাপ লিখছি, এই কথাটা খারাপ বলছি। আপনাদের যেমন আপনাদের ধর্মজ্ঞের জন্য প্রাণ কাঁদছে, আমার ও আমার সংখ্যালঘুর জন্য সর্বদা প্রাণ কাঁদে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের এছালামী জ়োশ ওয়ালাদের জ়োশ পূর্ন কর্ম জানানোর জন্যই আমার লেখা।

আজকের লেখা শেষ করার আগে আমি আবারো বলছি, আমি এছালামী জঙ্গীদের যত্নই বললাম। আমি বললাম এছালাম মানে একদল ছেঁচড়া চোর বাটপারের দল। এছালাম মানে একদল অশান্তির নরকের কিট । এছালাম মানে এক সংঘবদ্ধ অত্যাচারির দল । (তবুও তাদের মাঝে যে ভালো মানুষ গুলো আছে তাদেরকে আমি বাদ দিয়ে বললাম)। এতগুলো বিশেষন দিলাম, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে প্রমান করতে বলা হলো।

আমার মায়ের ভাষায় কি লিখি আমি জানি। এবারের লেখায় ও কেউ শালীনতার কথা বলতে চাইলে তাদেরকে আমার বলার মতো একটি কথা আছে। যার যা প্রাপ্য তাকে তা না দিয়ে তারচেয়ে ও বেশী কিছু দিলে সে আরো বেশী আশা করে। অথবা তার প্রত্যাশা বেড়ে যায় । তাই যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু শালীনতা রাখলাম লেখায়।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক। শান্তিতে থাকুক।

(চোরের ডরে বিয়ে করবো না, এমন কি হতে পারে ? লেখা ক্রমশঃই চলবে ।)

সবাইকে ধন্যবাদ

০২/০৯/২০০৩